১৫-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে খুব ধুমধাম সহকারে শিব জয়ন্তী পার্বন পালন করতে হবে। তোমাদের জন্য এটা খুব বড় খুশির দিন। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।"

প্রশ্নঃ- কোন বাচ্চারা নিজের অনেক লোকসান করে দেয়? ক্ষতি কখন হয়?

উত্তরঃ- যেসব বাচ্চারা চলতে চলতে পড়া ছেড়ে দেয়, তারা নিজের অনেক বড় লোকসান করে দেয়। বাবা প্রতিদিন এত হীরে-রত্ন দেন, গুহ্য পয়েন্টস শোনান। কিন্তু কেউ যদি রেগুলার না শোনে, তাহলে ক্ষতি হয়ে যায়। অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্বর্গের বাদশাহীকে হারিয়ে ফেলে। পদভ্রষ্ট হয়ে যায়

গীতঃ- হে রাতের পথিক, ক্লান্ত হও না...

ওম্ শান্তি। রাত এবং দিন কেবল মানুষের জন্যই হয়। শিববাবার জন্য দিন এবং রাত্রি হয় না। এটা বাচ্চারা তোমাদের জন্য, মানুষের জন্য। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত্রির গায়ন আছে। এইরকম কখনো বলা হয় না যে শিববাবার দিন এবং শিববাবার রাত্রি। এটা কেবল ব্রহ্মার জন্য নয়। রাত্রি তো কেবল একজনের জন্য হয় না। ব্রাহ্মণদের রাত্রির গায়ন করা হয়। তোমরা জানো যে এটা হল ভক্তিমার্গের অন্তিম সময়, তার সাথে ঘোর অন্ধকারেরও অন্তিম সময়। বাবা বলেন, আমি সে-ই সময়েই আসি যখন রাত্রি হয়ে যায়। তোমরা এখন ভোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছ। তোমরা যখন এসে ব্রহ্মার সন্তান হও, তখন তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণদের রাত্রি শেষ হওয়ার পর দেবতাদের দিন শুরু হয়। ব্রাহ্মণরাই গিয়ে দেবতা হয়। এই যজ্ঞের দ্বারা অনেক বড় পরিবর্তন হয়। পুরাতন দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নুতন হয়ে যায়। কলিযুগ হল পুরাতন যুগ, সত্যযুগ হল নুতন যুগ। তারপরে ত্রেতাযুগ ২৫ শতাংশ পুরাতন এবং দ্বাপর হল ৫০ শতাংশ পুরাতন। যুগের নামটাই পাল্টে যায়। কলিযুগকে পুরাতন দুনিয়া বলা হবে। বাবাকে ঈশ্বর বলা হয়, যিনি ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন করেন। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। সময় তো লাগবেই, তাই না? আসলে তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু বিকর্ম বিনাশের জন্য সময় লাগে। কারণ মাথার ওপরে অর্ধেক কল্পের পাপের বোঝা আছে। যেহেতু বাবা স্বর্গের রচনা করেন, তাই বাচ্চারা তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে পাপের বোঝা আছে, সেটা নামানোর জন্য সময় লাগে। যোগযুক্ত হতে হয়। অবশ্যই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আগে বাবা বললে লৌকিক বাবার কথা মনে আসত। এখন বাবা বললে উপরের দিকে বুদ্ধি চলে যায়। এটা দুনিয়ায় আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই যে আমরা আত্মারা হলাম রুহানি বাবার সন্তান। আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু তিনজনেই হলেন রুহানি (আত্মিক)। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এটা তো পুরাতন শরীর। এই শরীরটাকে সাজিয়ে কি হবে? অন্তরে তোমরা বোঝ যে আমরা এখন বনবাসে আছি। নুতন দুনিয়া অর্থাৎ শ্বশুড় বাড়িতে যাব। অন্তিমে কিছুই থাকবে না। তারপর আমরা গিয়ে বিশ্বের মালিক হব। বর্তমান সময়ে গোটা দুনিয়াটাই যেন বনবাসে আছে। এতে আর কিইবা অবশিষ্ট আছে? কিছুই নেই। যখন শ্বশুড় বাড়ি ছিল তখন হীরে-খচিত মহল ছিল। অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল। এখন পুনরায় বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুড় বাড়িতে যেতে হবে। এখন তোমরা কার কাছে এসেছ? তোমরা বল যে, বাপদাদার কাছে এসেছি। বাবা এই ঠাকুরদাদার শরীরে প্রবেশ করেছেন। দাদা তো এই দুনিয়ার নিবাসী। তাই বাবা

এবং দাদা হলেন কম্বাইন্ড। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন। যদি তিনি কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করে জ্ঞান শোনাতেন, তাহলে কৃষ্ণকেও বাপদাদা বলা হত। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে বাপদাদা বললে, শোভা পায় না। প্রজাপিতা হিসাবে ব্রহ্মার-ই গায়ন আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এটা হল ৫ হাজার বছরের চক্র। তোমরা বাচ্চারা যখন প্রদর্শনী বোঝাও, তখন এটা লিখে দাও যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও আমরা এই প্রদর্শনী দেখিয়েছিলাম এবং বুঝিয়েছিলাম যে বেহদের বাবার কাছ থেকে কিভাবে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের মতোই আমরা পুনরায় ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করছি। এই কথাটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাবা এইরকম নির্দেশ দিচ্ছেন। সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে। শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করতে হবে। নুতন নুতন জিনিস দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। খুব আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে করবে হবে। আমরা ত্রিমূর্তি শিববাবার জন্মদিবস পালন করি। ছুটি দেওয়া হয়। শিব জয়ন্তীর দিন সরকারি ভাবে ছুটি থাকে। কেউ পালন করে, কেউ করে না। তোমাদের জন্য এটা খুব বড় দিন। যেমন খ্রিস্টানরা অনেক খুশি সাথে খ্রিস্টমাস পালন করে। তোমাদেরকেও সেইরকম আনন্দ সহকারে পালন করতে হবে। সবাইকে বলতে হবে যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। যে এটা জানে, সে-ই আনন্দ করবে। সেন্টারে সবাই একত্রিত হবে। এখানে তো সকলের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। আমরা জন্মদিন পালন করি। শিববাবার তো মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। শিববাবা যেমন এসেছেন, সেইরকম চলেও যাবেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে, লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ব্যাস। তাঁর তো নিজস্ব শরীর নেই। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে হবে। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে তো সবাই আত্ম-অভিমানী থাকবে। ওখানে অকালে মৃত্যু হয় না। এখানে তো বসে বসেই মৃত্যু হয়ে যায়, হার্টফেল হয়ে যায়। তখন সবাই বলে যে, এটা ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পিত। কিন্তু এটা আসলে ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। তোমরা বলবে যে, ড্রামা অনুসারে এটাই হওয়ার ছিল। ড্রামাতে ওর এইরকম ভূমিকা ছিল। এটা তো আয়রন এজ। নুতন দুনিয়া হল গোল্ডেন এজ। সত্যযুগে মহল খুব সুন্দরভাবে হীরে দিয়ে সাজানো থাকবে। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে। কিন্তু সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নেই। ভূমিকম্প ইত্যাদির হওয়ার ফলে সব নীচে চলে গেছে। তাই এইসব কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে। এইগুলো হল বুদ্ধির ভোজন। তোমাদের বুদ্ধি এখন ওপরে চলে গেছে। রচনাকে জানার ফলে রচয়িতাকেও জানো। সমগ্র সৃষ্টির রহস্য এখন বুদ্ধিতে আছে। এই ড্রামাতে ভগবান হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তারপরে হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। আমরা এদের তিনজনের কর্তব্য বলতে পারব। এদের কি কি ভূমিকা আছে। জগৎ আম্বার জন্য অনেক বড় মেলা হয়। জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতার মধ্যে কি সম্বন্ধ? এটা কেউই জানে না। কারণ এটা হল গুপ্ত বিষয়। মা তো এখানে বসে আছেন। তিনি ছিলেন দত্তক নেওয়া, তাই তাঁর চিত্র রয়েছে। তাঁকে জগৎ আম্বা বলা হয়। সরস্বতী হল ব্রহ্মার কন্যা। যদিও তাঁকে 'মা'-এর উপাধি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি তো আসলে কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী লিখে সই করতেন। তোমরা তাঁকে মাম্মা বলে ডাকতে। ব্রহ্মাবাবাকে মা বললে শোভা পাবে না। এই বিষয়টা বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য খুব পরিশ্রুত বুদ্ধি দরকার। এটা খুবই গুহ্য বিষয়। তোমরা কারোর মন্দিরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার অক্যুপেশন জেনে যাবে। গুরু নানকের মন্দিরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে যে আবার কবে সে আসবে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কারন তারা কল্পের আয়ুকে অনেক বড় করে দিয়েছে। তোমরা বর্ননা করতে পারবে। বাবা বলেন- দেখ, আমি কিভাবে তোমাদেরকে পড়াই? কিভাবে আসি? এখানে কৃষ্ণের তো কোনো কথাই নেই। গীতা পাঠ করে। কেউ যদি ১৮ অধ্যায় মুখস্থ করে নেয় তাহলে তার কত গুণগান করা হয়। একটা শ্লোক শোনালেই সবাই বাঃ বাঃ

করবে। বলবে, এনার মত মহাত্মা তো আর কোথাও নেই। আজকাল তো অনেকেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে, জাদুখেলা দেখায়। দুনিয়াতে অনেক ঠকবাজ আছে। বাবা তোমাদেরকে কত সহজভাবে বোঝান। কিন্তু যারা পড়বে তাদের ওপরেই সব নির্ভর করছে। টিচার তো সবাইকে একরকম পড়ান। যে পড়বে না, সে অনুত্তীর্ণ হবে। এটা তো অবশ্যই হবে। সমস্ত রাজধানীর স্থাপন হবে। তোমরা জ্ঞান স্নান করে, জ্ঞানের গীতা দ্বারা পরীস্থানের পরী অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। রাত দিনের পার্থক্য। ওখানে পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান হবে, তাই শরীরও অ্যাক্যুরেট হবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। ওটা হল ঈশ্বরের স্থাপন করা ভূমি। এটা হল আসুরিক ভূমি। স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আছে। বাবা বলেন, ভালো করে পুরুষার্থ কর। কন্যারা নুতন নুতন জায়গায় গিয়ে চক্কর দিয়ে আসে। যদি ভালো মাতা থাকে তাহলে জমিয়ে সেবা করতে হবে। কেউ যদি সেন্টারে না আসে, তাহলে সে নিজের-ই ক্ষতি করে। কেউ যদি পড়ার জন্য না আসে, তাহলে তাকে পত্র লিখতে হবে যে, আপনি পড়তে আসেন না বলে আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতিদিন অনেক গুহ্য পয়েন্ট বেরিয়ে আসে। এইসব হল হীরে রত্ন। না পড়লে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এত শ্রেষ্ঠ স্বর্গের উত্তরাধিকারকে হাতছাড়া করে দেয়। প্রতিদিন মুরলি শুনতে হবে। মনে রেখ, এইরকম বাবাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তখন অনেক কাঁদবে। রক্তঅশ্রু প্রবাহিত হবে। কখনোই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবা রেজিস্টার দেখেন। কতজন রেগুলার আসে। যারা আসে না, তাদেরকে সাবধান করা উচিত। শ্রীমৎ বলে - যদি না পড়, তাহলে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে, অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এইরকম ভাবে পত্র লিখলে, তবেই তোমরা স্কুলকে (সেন্টার) বড় করতে পারবে। এমন নয় যে, কেউ যদি না আসে তাহলে ছেড়ে দিলাম। টিচারের চিন্তা থাকে যে আমার স্টুডেন্টরা যদি অধিক সংখ্যক পাস না হয়, তাহলে সম্মানহানি হবে। বাবা নিজেও পত্র লেখেন- তোমার সেন্টারে সার্ভিস কম হয়, মনে হয় তুমি শুয়ে থাক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরাতন শরীরকে সাজানো যাবে না। বনবাসে থেকে, নুতন ঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি করতে হবে।

২) রোজ জ্ঞান স্নান করতে হবে। কখনো পড়া মিস করা যাবে না।

বরদান:- জ্ঞান এবং যোগবল দ্বারা মায়ার শক্তির ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে সক্ষম মায়াজিৎ, জগৎজিৎ হও।

দুনিয়াতে সায়েন্সের শক্তিও আছে, রাষ্ট্র শক্তিও আছে এবং ভক্তির শক্তিও আছে। কিন্তু তোমাদের কাছে জ্ঞান এবং যোগবল। এটাই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই যোগবল সদাকালের জন্য মায়ার ওপরে বিজয়ী বানিয়ে দেয়। এই শক্তির কাছে মায়ার শক্তি কিছুই নয়। মায়াজিৎ আত্মারা স্বপ্নেও

কখনো মায়ার কাছে পরাজিত হবে না। তার স্বপ্নও শক্তিশালী হবে। তাই সর্বদা যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা অর্থাৎ যোগবলের অধিকারী আত্মারা সর্বদা বিজয়ী আছি এবং বিজয়ী থাকব।

স্লোগান:- কর্মরত অবস্থায় কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা - এটাই হল ফরিস্তা হওয়া।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-

১) গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...। মানুষ যে এইরকম গান করে- নয়নহীনকে রাস্তা বলে দাও, তার মানে কেবল পরমাত্মা-ই রাস্তা দেখাতে পারেন। তাই জন্যই তো পরমাত্মাকে আহ্বান করে। আর যখন পরমাত্মাকে ডাকে যে, হে প্রভু রাস্তা বলে দাও, তখন মানুষকে রাস্তা দেখানোর জন্য পরমাত্মাকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে। তাহলেই তো তিনি স্থূল রূপে রাস্তা বলতে পারবেন। না আসলে তো রাস্তা বলতে পারবেন না। এখন তো মানুষ সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এইরকম সংশয়ে আচ্ছন্ন মানুষদের রাস্তা প্রয়োজন। তাই জন্য পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে- নয়নহীনকে রাস্তা বলে দাও প্রভু...। তাঁকেই আবার মাঝিও বলা হয়, যিনি ওই পারে অর্থাৎ এই পঞ্চতত্ব দিয়ে তৈরি দুনিয়া থেকে পার করে ওই পারে যে ষষ্ঠ তত্ব অখন্ড জ্যোতি মহাতত্ব আছে, সেখানে নিয়ে যান। তাই পরমাত্মা নিজে যখন ওই পার থেকে এই পারে আসবেন, তখনই তো তিনি নিয়ে যাবেন। সুতরাং পরমাত্মাকেও নিজের ধাম ছেড়ে এখানে আসতে হয়। তাই জন্য পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনি আমাদের বোটকে (আত্মারূপী নৌকাকে) তীরে নিয়ে যান। যারা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকেন, তাদেরকেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যারা বাকি থাকবে, তারা ধর্মরাজের কাছে শাস্তি খেয়ে, পরে পরে মুক্ত হবে।

২) কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চলো । এই আহ্বান তো কেবল পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই করছে। মানুষ যখন অতিরিক্ত দুঃখী হয়ে যায়, তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে বলে - হে পরমাত্মা, এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চল। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ঐরকম একটা দুনিয়া আছে। এটা তো সব মানুষই জানে যে বর্তমান সমাজ কাঁটায় ভর্তি, যার জন্য মানুষ এত দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করছে এবং সেই ফুলের দুনিয়াকে স্মরণ করছে। তাহলে নিশ্চয়ই সেইরকম কোনো দুনিয়া আছে, যে দুনিয়ার সংস্কার আত্মার মধ্যে ভরা আছে। এটা তো আমরা জানি যে দুঃখ, অশান্তি ইত্যাদি সব কর্মবন্ধনের হিসাবপত্র। রাজা থেকে ফকির, সকল মানুষই এই হিসাবের মধ্যে একেবারে জড়িয়ে আছে। তাই পরমাত্মা স্বয়ং বলছেন, বর্তমান সংসার হল কলিযুগ। তাই সর্বত্রই মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু অতীতে সত্যযুগী সংসার ছিল যাকে ফুলের দুনিয়া বলা হয়। ওটা হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত জীবনমুক্ত দেবী দেবতাদের রাজ্য, যেটা এখন আর নেই। আমরা যে এই জীবনমুক্ত বলে থাকি, এর মানে এটা নয় যে আমরা দেহ থেকে মুক্ত ছিলাম, দেহের কোনো ভান-ই ছিল না। আসলে ওরা দেহতে থাকলেও কোনো দুঃখ ভোগ করত না, অর্থাৎ ওখানে কোনো কর্মবন্ধনের মামলা ছিল না। ওরা জীবন নেওয়া থেকে ত্যাগ করা পর্যন্ত আদি-মধ্য-অন্ত সুখ ভোগ করত। অতএব, জীবনমুক্ত মানে হল জীবন থেকেও কর্মাতীত। এখন এই সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকারের মধ্যে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সর্বত্রই এই পাঁচ বিকারের দুর্গন্ধ। কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটা শক্তি নেই যে এই পাঁচ ভূতের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে। সেই সময়েই স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে পাঁচ ভূতের হাত থেকে মুক্ত করে ভবিষ্যতের ফল হিসাবে দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।